82609 - জুমার দিন দোয়া কবুলের সময় নির্ধারণ

প্রশ্ন

আমি শুনেছি যে, জুমার দিন খোতবার দোয়া কবুলযোগ্য। কেননা দোয়া কবুলের নির্দিষ্ট একটি সময় আছে। হতে পারে এই দোয়াটি সে সময়ের মধ্যে পড়ে যাবে...। কিন্তু নিরব থেকে খতীবের খোতবা শুনা ও মনোযোগ দেয়াও আমাদের উপর ওয়াজিব। তাই আমরা কিভাবে এটি করতে পারি? আশা করি জবাব দিবেন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে সামর্থ্য দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

সহিহ সুন্নাহ প্রমাণ করছে যে, জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময় রয়েছে। এই সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহ্‌র কাছে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ্ তাকে সে কল্যাণ দিয়ে থাকেন। যেমনটি বুখারী (৫২৯৫) ও মুসলিম (৮৫২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "জুমার দিন এমন একটি সময় রয়েছে কোন মুসলিম বান্দা যদি নামাযে (অর্থাৎ নামাযের অপেক্ষায়) থাকে এবং আল্লাহ্‌র কাছে কোন কল্যাণ চায় তাহলে আল্লাহ্ তাকে তা দিয়ে থাকেন।"

এই সময়টি কখন তা নির্ধারণ করা নিয়ে বহু অভিমত রয়েছে। সর্বাধিক সঠিক অভিমত হচ্ছে দুটি। ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন: এ অভিমতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য অভিমত দুটি; সাব্যস্ত হাদিসগুলোতে যে অভিমতদ্বয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দুটো অভিমতের মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে অগ্রগণ্য:

১। এ সময়টি হচ্ছে— ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। এ অভিমতের দলিল হল যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহিহ গ্রন্থে (৮৫৩) আবু বুরদা বিন আবু মুসা আল-আশআরি (রাঃ) থেকে সংকলন করেছেন যে, "তিনি বলেন: আমাকে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বললেন: আপনি কি আপনার পিতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জুমার দিনের সময়টির ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: এ সময়টি ইমাম (মিম্বরে) বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।"

ইমাম তরিমযি(৪৯০) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (১১৩৮) তাঁদরে গ্রন্থে কাছরি বনি আব্দুল্লাহ্ বনি আমর বনি আওফ আল-মুযানরি হাদসি সংকলন করছেনে; তনি তাঁর পতিা থকে, তনি তাঁর দাদা থকে, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে বর্ণনা করছেনে য, তনি বলনে: "নশ্চিয় জুমার দনি এমন একট সময় আছ যে সময়টতি কোন বান্দা আল্লাহ্‌র কাছ কোন কছিু চাইল আল্লাহ্ তাক সটে দান করনে। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সটে কোন সময়? তনি বললনে: নামায দাঁড়ানো থকে শুরু কর নামায শষে হওয়া পর্যন্ত।"[শাইখ আলবানী বলছেনে: হাদসিট 'যায়ীফ জদ্দিান' তথা খুবই দুর্বল]

২। এ সময়ট আসররে পর। উভয় অভমিতরে মধ্য এটি সর্বাধকি প্রাধান্যযোগ্য। এটি আব্দুল্লাহ্ বনি সালাম (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্ত এবং ইমাম আহমাদসহ অনকেরে অভমিত।

এ অভমিতরে দললি হল য হাদসি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৭৬৩১) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে বর্ণনা করছেনে য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "নশ্চিয় জুমার দনি এমন একট সময় আছ যে সময়টতি কোন মুসলমি বান্দা আল্লাহ্‌র কাছ কোন কল্যাণ প্রার্থনা করল আল্লাহ্ তাক সটে দান করনে। স সময়ট হল আসররে পর।"[মুসনাদ গ্রন্থরে তাহকীক বলা হয়ছে: অন্যান্য সমার্থক হাদসিগুলোর ভত্তিতি এটি সহহি হাদসি; তব এ সনদট দুর্বল]

এবং ইমাম আবু দাউদ (১০৪৮) ও ইমাম নাসাঈ (১৩৮৯) তাঁদরে গ্রন্থে জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে হাদসি সংকলন করছেনে য, তনি বলনে: "জুমার দনি ১২ট ঘন্টা রয়ছে। (এর মধ্য এমন একট ঘন্টা রয়ছে) য সময় কোন মুসলমি বান্দা আল্লাহ্‌র কাছ কোন কছিু চাইল আল্লাহ্ তাক সটে দান করইে থাকনে। অতএব, তোমরা আসররে (নামাযরে) পর শষে সময় সটেরি সন্ধান কর।"[আলবানী হাদসিটকি সহহি বলছেনে]

সাঈদ বনি মানসুর তাঁর সুনান গ্রন্থে আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থকে বর্ণনা করনে য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীদরে মধ্য কছিু লোক সমবতে হয় তারা জুমার দনিরে সময়ট নয়ি আলোচনা করনে। এ সময়টা য, জুমার দনিরে শষে সময় এ ব্যাপার তাদরে কোন মতভদে নইে— এই মর্ম তারা সমাবশে শষে করনে।[হাফযে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/৪৮৯) বর্ণনাটরি সনদক 'সহহি' বলছেনে]

সুনান ইবনে মাজাহ গ্রন্থে (১১৩৯) আব্দুল্লাহ্ বনি সালাম (রাঃ) হত বর্ণতি হয়ছে য, তনি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবষ্টি ছলিনে আর তখন আম বললাম: আমরা আল্লাহ্‌র কতিাব (তাওরাত) পাই য, জুমার দনি এমন একট ঘন্টা রয়ছে যে সময়টতি কোন মুমনি বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছ দোয়া করল আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করনে। আব্দুল্লাহ্ (বনি সালাম) বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দকি ইশারা করলনে য, 'কংিবা এক ঘন্টার কছিু অংশ রয়ছে'। আম বললাম: আপন সত্য বলছেনে, 'কংিবা এক ঘন্টার কছিু অংশ রয়ছে'। আম বললাম: স সময়ট কোনট? তনি বললনে: সটে দবিসরে শষে সময়। আম বললাম: এটা ক নামাযরে সময় নয়?! তনি বললনে:

অবশ্যই। নিশ্চয় কোন মুমিন বান্দা যদি নামায পড়ে বসে থাকে; নামায ছাড়া অন্য কিছু যদি তাকে বসিয়ে না রাখে তাহলে সে তো নামাযেই রয়েছে।"[আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

সুনানে আবু দাউদ (১০৪৬), সুনানে তিরমিযি (৪৯১) ও সুনানে নাসাঈ (১৪৩০)-তে আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত; তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সবচেয়ে উত্তম যে দিনে সূর্যোদয় হয়েছে সেটি হচ্ছে— জুমার দিন। এই দিনে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এই দিনে তার তওবা কবুল করা হয়েছে। এই দিনে তিনি মারা গেছেন। এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। জুমার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিন ও ইনসান ব্যতীত প্রত্যেক প্রাণী কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে কান খাড়া করে রাখে। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে কোন প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে সেটা প্রদান করেন। কাব বললেন: এটি প্রত্যেক বছরে একদিন। আমি বললাম: বরং প্রতি জুমার দিন। তিনি বলেন, তখন কাব তাওরাত পড়ে বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: এরপর আমি আব্দুল্লাহ্ বিন সালামের সাথে দেখা করলাম এবং কাবের সাথে আমার বৈঠকের বিষয়টি তাকে জানালাম। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) বললেন: সে সময়টি কোনটি আমি তা জানতে পেরেছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: আমি তাকে বললাম, আমাকে সেটা জানান। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) বললেন: সেটি জুমার দিনের শেষ সময়। আমি বললাম: এটি জুমার দিনের শেষ সময় কিভাবে হয়; অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সে সময়টিতে কোন মুসলিম বান্দা নামাযরত অবস্থায় থাকে; কিন্তু ঐ সময় তো কোন নামায পড়া যায় না। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) বললেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে আছে সে নামাযেই আছে; যতক্ষণ না নামায আদায় সমাপ্ত করে। তিনি বলেন, আমি বললাম: অবশ্যই। তখন তিনি বললেন: এখানে সেটাই উদ্দেশ্য।"[তিরমিযি বলেন: এটি হাসান-সহিহ হাদিস। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম হাদিসটির অংশ বিশেষ রয়েছে। আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন][যাদুল মাআদ গ্রন্থ (১/৩৭৬) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নামায সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ সময়টি হওয়ার যে অভিমত রয়েছে সেটার ভিত্তিতেও এর অর্থ এ নয় যে, মুসল্লি খোতবা শুনা বাদ দিয়ে দোয়া করায় মশগুল হবেন। বরং তিনি খোতবা শুনবেন এবং ইমাম দোয়া করাকালে আমীন বললেন এবং নামাযের মধ্যে, নামাযের সেজদাতে ও সালাম ফিরানোর আগে দোয়া করবেন।

এর মাধ্যমে তিনি এ মহান সময়টিতে দোয়ার আমল করতে পারলেন। আর এর সাথে যদি আসরের পর দিনের শেষ সময়েও দোয়া করেন তাহলে সেটাই উত্তম ও ভাল।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।